উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
সম্পাদনা সহযোগী
❑ মোঃ জিয়াউদ্দিন ❑ মামুনুর রহমান
❑ আসিফ মাহমুদ ❑ এইচ এস ফিরোজ
❑ জহিরুল করিম ❑ জহির হোসেন
❑ লীনা ইন্আম ❑ রেহানা আখতার
❑ এ মল্লিকা রাজ ❑ শম্পা মাহমুদ
বিদেশ প্রতিনিধি
তানভীর আহমেদ লেনিন — আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ডঃ এস, মাহমুদ — বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অস্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক — চীন
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান — পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ — জাপান
আবুল কাশেম মিয়া — জাপান
এস, ব্যানার্জী — ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা — সিংগাপুর
এন.এম. জামাল — সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান — হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য
প্রচ্ছদ ঃ মোমেনটাম, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ কম্পিটার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
সালমা ফেরদৌস বীথি
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
এম. এ. হক অনু
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬

দাম ঃ প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
এপ্রিল ১৯৯৫

জনগণ অগ্রসর, ব্যর্থতা সরকারের

কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনার চতুর্থ বর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা দেশের কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তি এবং কমপিউটার আন্দোলনের সাথে জড়িত সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও বাংলা নববর্ষের সালাম জানাই।

এ চারটি বছর ছিল কমপিউটার জগৎ ও কমপিউটার আন্দোলন প্রসারে জনগণের বিপুল সাড়া ও অগ্রগতির বছর। বিপরীতে এ চার বছর হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক অবকাঠামোর সাথে জাতীয় অবকাঠামোর সংযোগ রচনা, লোকবল তৈরি ও তথ্য প্রযুক্তির কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকার, প্রশাসন ও মন্ত্রিসভার শোচনীয় ব্যর্থতার বছর। ২৮৬ এবং ৩৮৬-এর সীমিত ব্যবহারের পর্যায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করেছিলাম ৪ বছর পূর্বে,আজ ব্যবহারকারীরা ৪৮৬ ও পেন্টিয়ামের পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছেন, আরও বিপুলভাবে। তখন বুয়েট ছাড়া কোথাও কমপিউটার বিজ্ঞান পড়ানো হতো না। জনমতের চাপে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীর নগর, নর্থ-সাউথ, শাহাজালাল ভার্সিটিতে কমপিউটার কোর্স খুলেছে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। আইএসও মানের কমপিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে নর্থ আমেরিকান কমপিউটার ডিনামিক্স। এসেছে মাইক্রোল্যান্ডের মতো কমপিউটার ইন্‌ষ্টিটিউট। একই সাথে ব্যাপক সংখ্যক তরুণ ইনফর্মাল ও বিদেশী প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে সফটওয়্যার নির্মাতা হয়ে উঠেছেন। এ অগ্রগতি জনগণের। **কমপিউটার জগৎ** তার চতুর্থ বর্ষে এ সুসংবাদ দিতে পেরে আনন্দিত যে, অনির্বাণ-এর সহজ সাধারণ একটি এন্টারটেনমেন্ট সফটওয়্যার রপ্তানী হবার পর আমেরিকার সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৩০টিরও বেশী কমপিউটার সাময়িকী ও সংবাদপত্রে এসেছে বাংলাদেশের এই সফটওয়্যারের কভারেজ। এশিয়ার কোন সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এমন সৌভাগ্য মিলেনি। এই সফটওয়্যার আমাদের সাফল্যের প্রতীক।

কিন্তু আমাদের জাতির ব্যর্থতা ঘটেছে আপন দেশের সরকারের হাতে। ভারত তথ্য প্রযুক্তির সুপার হাইওয়ের ক্ষেত্রে আজ আমেরিকার সমকক্ষতা অর্জন করেছে। সাংসদদের ফান্ডে পচাত্তর হাজার স্কুলে স্থাপিত হচ্ছে কমপিউটার ও মডেম। ভারতের অগ্রগতির সাথে পাল্লা দিয়ে চীন বছরে ৩ লক্ষ কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছে প্রতি বছর। চীনের সকল বিশ্ববিদ্যালয় নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে, আন্তর্জাতিক ইনফরমেশন হাইওয়ের সাথে তার চলাচল। বেইজিং-এর কিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার কর্ণেল ভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র চীনে উন্নত মেধা সৃষ্টির কাঠামো গড়ে দিচ্ছে আইবিএম। নিজেরা না পারলে বাংলাদেশও কোম্পানীর সহায়তা নিয়ে বিশ্বজ্ঞান ভান্ডারের সাথে আমাদের পশ্চাদপদ ভার্সিটিকে যুক্ত করে তুলতে পারতেন। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে যখন ছিটেফোটা বেসরকারী সাফল্য জাতির মেধা মননের পরিচয় দিয়েছে, তখন, কমপিউটারের ক্ষেত্রেও সরকার সম্পুর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের জাতীয় অগ্রগতির ভিত্তি রচিত হয়নি।

জনগণ কমপিউটার আন্দোলনে এগিয়ে যাবার পরেও সরকারের সচিবদের মধ্যে ২/৩ জন ছাড়া কেউই এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করেন নি। মন্ত্রীরা সকলেই তথ্য প্রযুক্তির বিরাট সম্ভাবনা ও ক্ষেত্রকে এড়িয়ে উদাসীন বছর কাটিয়েছেন। এই নেতিবাচক মনোভাব পশ্চিম বাংলার জোতি বসুর মধ্যেও ছিল। কিন্তু সেখানে মনোভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারত যখন সুপার হাইওয়ের অংশীদার, লাখ লাখ পেশাজীবীর সৌভাগ্যে সৃমৃদ্ধ সে দেশ, তখন আমাদের সরকার ও কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেট, ই-মেইল বা প্যাকেট সুইচিংও বোঝে না। আফ্রিকান উপজাতির অর্ধনগ্ন মানুষও যখন সেলুলার টেলিফোন ব্যবহার করছে আত্মবিশ্বাসে, তখন আমাদের দেশের সরকার তা মনোপলির হাতে তুলে দিয়ে জাতির অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করে রেখেছে। দেশে বসে বিদেশের কাজ করে লাখ লাখ কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল। কিন্তু জনগণের আগ্রহের ও কর্মশক্তির পক্ষে ভূমিকা পালন না করে, হেলা ও উপক্ষায় ৪টি বছর অতিবাহিত করেছে সরকার। কিন্তু সমগ্র জাতির চারটি অমূল্য বছর ধ্বংস করার দায়িত্ব থেকে এ সরকার অব্যাহতি পাবে কী করে। **কমপিউটার জগৎ** এই আশা ও হতাশার আলো অন্ধকারের মধ্যে জাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গত এক বছরেও তথ্য বহুল দিক নির্দেশনা দিয়েছে অনেক। আমরা বলেছিলাম, টেলিযোগাযোগ পশ্চাদপদতা জাতির জন্য অর্থনৈতিক পরাভব ও নিরাপত্তার সংকট ডেকে আনবে। বলেছিলাম, ১০/১৫ হাজার টাকার মধ্যে সেল্যুলার টেলিফোন জনগণের হাতে তুলে দেয়া জরুরী। কমপিউটারকে জনগণের আয় উপার্জন বৃদ্ধিতে ব্যবহার করার ব্যাপক কার্যক্রম ছিল আমাদের দাবী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের জন্য তথ্য প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সার্বজনীন ট্রেডপয়েন্ট চেয়েছিলাম আমরা। বিশ্বের ১২ হাজার জ্ঞানকেন্দ্র ও ২ কোটি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্কের সাথে জাতিকে যুক্ত করার ইন্টারনেট প্রর্বতন করতে বলেছি আমরা। পিসির জগতের নতুন নতুন উদ্ভাবনের খবর এবং পিসি ব্যবহারের যৌক্তিক পরামর্শ দিয়েছি আমরা। জনগণ এসব ক্ষেত্রেও তাদের করণীয় পালন করেছে। কিন্তু সরকার নীরব। রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্তর্জাতিক কোড নিবন্ধিত করার ক্ষেত্রে এ সরকার ও কমপিউটার কাউন্সিলের ব্যর্থতা নিয়ে এসেছে জাতির পরাজয়।

আমাদের জনগণ দেখেছে, যুগসংক্রান্তির দায়িত্ব পালন না করে কদর্য সরোবরে ডুব দিয়ে সরকার ও প্রশাসন নিজেদের খুদকুড়া খুজছে, এতে গরল উঠছে দেশজুড়ে। জনগণ দেখছে যে, সুপার হাইওয়ের দিকে যারা এগোলোনা, তাদের পীঠে এখন সার, গম, বীজ, চাউল, লবণ, পীচের বোঝা। এর নাম নিয়তি। ভারত এগিয়েছিল। এখন আরও এগিয়ে গেল। এ চার বছরের পশ্চাদপদতাটা সম্পুর্ণ সরকারের; জনগণের নয়।

লেখক সম্পাদক ঃ ❑ রেজাউল করিম ❑ আবদুল হালিম ❑ গোলাম নবী জুয়েল ❑ মোঃ হাসান শহীদ